সংবাদ

তারিখ 04 MAR 2017

জালিয়াতির মাধ্যমে নিয়োগ ৪ শিক্ষকের এমপিও স্থগিত

প্রতিনিধি, উলিপুর (কুড়িগ্রাম)

উলিপুর উপজেলার বজরা মহাবিদ্যালয়ে জালিয়াতির মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া ৪ শিক্ষকের এমপিওভুক্তি স্থগিত করেছে মহামান্য হাইকোর্ট। বিচারপতি কাজী রেজাউল হক ও মুহাম্মদ উল্লাহ'র দৈত্যবেঞ্চ গত ৭ ফেব্রুয়ারি এ আদেশ দেন।

জানা গেছে, বজরা মহাবিদ্যালয়ের ধুরন্ধর অধ্যক্ষ মাজেদুল ইসলাম প্রতিষ্ঠানের শুরুর দিকে নিয়োগ পাওয়া বাংলা প্রভাষক মোঃ রাশেদুজ্জামান, পৌরনীতি প্রভাষক মোঃ মতিয়ার রহমান, যুক্তিবিদ্যা প্রভাষক মোঃ মাহফুজার রহমান মিয়াজী, ইতিহাস প্রভাষক আব্দুর রাজ্জাক খন্দকার ও অফিস সহকারি মোঃ মুকুল মিয়ার জাল স্বাক্ষরের মাধ্যমে ইস্তফাপত্র তৈরি করে তাদের পদগুলো শূন্য দেখিয়ে অতি গোপনে ঐসব শূন্যপদে প্রায় ৩৭ লাখ টাকার বিনিময়ে পুনরায় ৪ জন শিক্ষক ও ১ জন অফিস সহকারীকে নিয়োগ দেন এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাদের এমপিওভুক্ত করান।

অভিযোগ রয়েছে, অধ্যক্ষের এ অপকর্মের সাথে মাউশি'র জনৈক এক কর্মকর্তার নিবিড় সম্পর্ক থাকায় অনায়াসে নতুনদের নাম এমপিওভুক্ত করতে সক্ষম হন। অবৈধভাবে এমপিওভুক্তির বিষয়ে বঞ্চিত শিক্ষকগণ মহামান্য হাইকোর্টে ৭৭৭৩/১৫ নং রিট পিটিশন দায়ের করলে শুনানি শেষে গত ৭ ফেব্রুয়ারি তাদের এমপিওভুক্তি স্থগিতের আদেশ দেন। হাইকোর্ট যাদের এমপিওভুক্তি স্থগিতের আদেশ দিয়েছেন তারা হলেন, আঞ্জুমান আরা বেগম প্রভাষক বাংলা, মোর্শেদা বেগম প্রভাষক রাষ্ট্র বিজ্ঞান, মনিরুজ্জামান প্রভাষক দর্শন, রোজিনা আক্তার প্রভাষক ইতিহাস ও আল মাহমুদ অফিস সহকারী। আদেশের এ কপি সহকারি রেজিস্ট্রার বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের স্বাক্ষরযুক্ত পত্র শিক্ষকরা উলিপুর, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট জমা দেন।

সূত্র জানায়, ঐ কলেজের অধ্যক্ষ মাজেদুল ইসলাম একজন অফিস সহকারীসহ ৫ শিক্ষকের জাল স্বাক্ষরে ইস্তফাপত্র ও ব্যবস্থাপনা কমিটির স্বাক্ষর জাল করে উল্লেখিত ব্যক্তিদের নিয়োগ চূড়ান্ত করেন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় জালিয়াতির মামলা হলে প্রাথমিক তদন্তে বিষয়টি প্রমানিত হয় এবং পুলিশ অভিযোগপত্র আদালতে দাখিল করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ঐ অধ্যক্ষসহ তার জাল জালিয়াতের সহযোগিতাকারী কলেজের ভুয়া দাতা সদস্য সওকত আলীকে আদালত জেল হাজতে প্রেরণ করলে ১৬ দিন হাজত বাস করেন। মামলাটির বিচার কার্যক্রম চলছে।